(৩৬)

সংবাদ

তারিখ ... AUG 12 2006 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ত্রিমুখী গ্রুপিংয়ে বিপর্যস্ত জাবি ছাত্রলীগ : ঘটছে সহিংসতা

প্রতিনিধি, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রলীগে ত্রিমুখী গ্রুপিং চলছে। সভাপতি সোহেল পারভেজ একাই এক গ্রুপ। অপর দুই গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছেন সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ নাসের জনি ও শফিউল হাসান চিশতি। ত্রিমুখী গ্রুপিংয়ের ফলে এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়ে নিজেদের শক্তির জানান দিচ্ছে। ঘটছে সহিংস ঘটনা।

সূত্র মতে সভাপতি সোহেল পারভেজ তার দল ভারি করতে ৩০ সদস্যের কমিটিকে ১০১ সদস্যের কমিটি করতে গিয়ে অনেক ত্যাগী নেতাকর্মীকে বাদ দিয়ে জুনিয়র কর্মীদের ঠাঁই দিয়েছে। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক নিজ গ্রুপের শক্তি বৃদ্ধি করতে গিয়ে সভাপতির মতো জুনিয়র কর্মীদের নতুন কমিটিতে পদ দিয়েছেন। এ ঘটনার জের ধরে গত ১ আগস্ট বর্তমান কমিটিতে ৩ গ্রুপের নেতাদের মধ্যে নতুন কমিটিতে নিজ নিজ গ্রুপের নেতাদের পদ পাওয়া নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে সাধারণ সম্পাদক জনি ও চিশতি গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে চিশতি গ্রুপের সজীব ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের ইকবাল আহত হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের ১০/১৫ জন নেতাকর্মী চিশতি গ্রুপের কর্মী জাহাঙ্গীরের ওপর হামলা চালায়। এ সময় জনি গ্রুপের জুনিয়র কর্মী আশিকুর রহমান ছুরিকাহত হয়। পরে এ হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে অনেককে শাস্তি দেয়া হয়। শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে আজিবুর ও জাহাঙ্গীরকে স্থায়ীভাবে এবং মাহফুজুর রহমান, হাসিবুল হক ভূইয়া, সজীব ও ইকবাল হোসেন খানকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। এছাড়া রনি, সমীর ও নাসিরকে সাময়িক বহিষ্কার এবং বাবলু, মনির ও ইমরানকে শোকজ করা হয়। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের এক নেতা জানান, ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য আজিবুর ও জাহাঙ্গীরকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। ২০০১-০২ সালের কমিটিতে স্থান পাওয়া ত্যাগী নেতা আজিবুরকে স্থায়ী বহিষ্কার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সাধারণ সম্পাদক জনি বলেন, আহত আশিকের অভিযোগের ভিত্তিতে আজিবুরকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু আহত আশিক আজিবুরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই করেনি বলে জানায়। আজিবুর জানায়, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছে। ২০০১-০২ সালের কমিটির পর আজিবুর, মুস্তাক, নাজমুল, ফরিদ, মহিউদ্দিনসহ অনেক ত্যাগী নেতা ছাত্রলীগের কোন কমিটিতে না থেকেও শুধু কর্মী পরিচয়ে ৪ বছর ধরে সংগঠনের কাজ করেছে বলে জানা গেছে। বর্তমান কমিটিতে তাদের পদ দেয়ার কথা থাকলেও তা করা হয়নি।